My young friends, you are soldiers in the battle of freedom-freedom from want, fear, ignorance, frustration and helplessness. By a dint of hard work for country, rendered in a spirit of selfless service, may you march ahead with hope and courage.

——Dr. Bidhan Chandra Roy

হ্যাঁ আমরাই পারি ফিরিয়ে দিতে

ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের স্বপ্নের বাংলা

আমাদের নীতি :-

কথা কম, শোনা বেশি, কঠোর পরিশ্রম

আপনাদের সামনে যা যা বিকল্প আছে ঃ-

আর কিছুদিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। বাংলায় আমাদের সামনে একসাথে দুটো বড় চ্যালেঞ্জ আছে। একদিকে যেমন জাতীয় কংগ্রেস ও সংযুক্ত মোর্চাকে জাতীয় স্তরে বিজেপির ঘৃণা এবং সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতির মোকাবিলা করতে হচ্ছে, তেমনই রাজ্যে তৃণমূল সরকারের অপরিসীম দুর্নীতি ও ভেঙে পড়া শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হচ্ছে।

স্বাধীনতার পর থেকেই জাতীয় কংগ্রেস কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে সুশাসনের সাথে সাথে ধর্মনিরপেক্ষতা, বহুত্ববাদ, জাতির সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করেছে। কিন্তু বিগত ৭ বছরের মোদী সরকারের জমানায় ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বসে পড়েছে, সাধারণ মানুষ চাকরি হারিয়েছে, কৃষক আরও গরীব হয়েছে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে। বিজেপির এবারে লক্ষ্য বাংলা দখল করা। অপরদিকে তৃণমূল শাসিত বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জির আমলে পুলিশ, প্রশাসন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মত সমস্ত প্রতিষ্ঠানের রাজনীতিকরণ করা হয়েছে এবং সরকার ও রাজনৈতিক দলের সীমারেখা সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত করা হয়েছে। সরকারি মঞ্চকে রাজনৈতিক রঙ দেওয়া হয়েছে এবং সমস্ত স্তরেই তোলাবাজির রমরমা চলছে।

কংগ্রেসকে কেন ভোট দেবেন :-

পরিকাঠামো, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও দক্ষতার উন্নতিসাধন, স্বাস্থ্য, পরিবেশ রক্ষা এবং নারীর ক্ষমতায়ন – এই ছটি স্তম্ভের ওপর উন্নয়ন দাঁড়িয়ে আছে। জননীতি তৈরি করার জন্য এই বিষয়গুলির পর্যালোচনা করা আবশ্যিক। নিজেদের অক্ষমতা ঢাকার জন্য তৃণমূল এবং বিজেপির পরস্পরের প্রতি কাদা ছোঁড়াছুড়ি দেখে সাধারণ মানুষ বিরক্ত, কারণ এতে দৈনন্দিন জীবনের মানোন্নয়ন হয় না।

বাংলার সাধারণ মানুষ এই দুই দল যে বিভ্রান্তিকর রাজনীতির পথ ধরে চলছে, তা ধরে ফেলেছে। তারা এদের কথা শুনতে আর রাজি নয়। তাই আজ সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক দলগুলোর থেকে জীবনযাপনের উন্নতির

পথ জানতে চায়। তারা জানতে চায় পরিকাঠামোর উন্নয়ন, শিক্ষান্তে কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন, পরিবেশ রক্ষা, মহিলা ও শিশুদের সুরক্ষা ও উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব।

জাতীয় কংগ্রেস পশ্চিমবাংলার জন্য দান-খয়রাতির রাজনীতি নয়, বরং দীর্ঘস্থায়ী ও স্থিতিশীল উন্নয়ন করতে বদ্ধপরিকর। ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের আমলেই বাংলার সবচেয়ে বেশি দীর্ঘস্থায়ী স্থিতিশীল উন্নতি হয়েছিল। আমরা আবার সেই ডঃ বিধান রায়ের স্বপ্নের "সোনার বাংলা" মানুষকে ফিরিয়ে দিতে চাই।

এই ইস্তেহার একটা দীর্ঘমেয়াদী ফলদায়ক পরিকল্পনা নিয়ে বানানো হয়েছে এবং স্থিতিশীল উন্নয়নের প্রতি জাতীয় কংগ্রেসের অঙ্গীকারকে তুলে ধরা হয়েছে। এতে বাংলায় শিল্প সম্ভাবনা ও কর্মসংস্থানের পথ প্রদর্শন করা হয়েছে। বাংলার জনগণ জাতীয় কংগ্রেসের চিন্তাভাবনার সারমর্ম এই ঘোষণাপত্রে পাবেন।

আসুন, কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি ও বিভাজনের রাজনীতি বন্ধ করে আমরা উন্নয়নের রাজনীতির শপথ নিই।

আমি বাংলার জনগণের উদ্দেশে বলতে চাই - ভোট দেওয়ার আগে একবার ভাবুন। জাতীয় কংগ্রেসকে একবার সুযোগ দিন বাংলার উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করার।

আমরা আগে করেছি। আমরা আবার করব।

জয় হিন্দ।

বন্দেমাতরম।

.....

(শ্রী অধীর রঞ্জন চৌধুরী)

উন্নয়ন কী?

উন্নয়ন হল একটা প্রক্রিয়া যা মানুষের জীবনে প্রগতি আর সদর্থক পরিবর্তন আনে। উন্নয়নের উদ্দেশ্য হল প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষতি না করে মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি এবং আঞ্চলিক রোজগার ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করা।

উন্নয়ন তাৎক্ষণিক ব্যাপার নয়, দীর্ঘমেয়াদী পরিসরে তা কার্যকর হয় এবং মানুষের কাছে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

মানুষের জীবযাত্রার মানের কেবলমাত্র সাময়িক উন্নতি ঘটানো উন্নয়নের উদ্দেশ্য নয়। উন্নয়ন একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। কাউকে একবার সাইকেল বা কম্পিউটার দান করলে তার জীবনযাপনে সাময়িক সুবিধা এনে দেওয়া সম্ভব, তবুও এই পদ্ধতিকে আমরা সঠিক উন্নয়ন বলতে পারব না। একবার সাইকেল বা কম্পিউটার দান হিসাবে দিলেই মানুষের চাহিদা মিটে যায় না, মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে তাকে ওই সাইকেল বা কম্পিউটারের জন্যে অন্যের মুখাপেক্ষী না হতে হয়, সে নিজেই প্রয়োজনে তা ক্রয় করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। সেটাই প্রকৃত উন্নয়ন। অর্থাৎ উন্নয়ন মানে মানুষের জীবনে একটা দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল আর্থসামাজিক উন্নতি ঘটানো।

দান খয়রাতি রাজনীতির কুপ্রভাব:

দুর্ভাগ্যবশত বাংলায় এখন উন্নয়নের নামে যা খুশি চলছে। তৃণমূল দান খয়রাতির রাজনীতিতে বিশ্বাসী। ভাতা এবং অনুদানকে আজকাল উন্নয়নের নাম দেওয়া হচ্ছে এই রাজ্যে। সাধারণ মানুষের এদের এই কৌশলকে বুঝে নেওয়ার সময় এসেছে। মানুষের এটা বোঝা প্রয়োজন যে অনুদানের রাজনীতি শুধু সাময়িক স্বস্তি দেয়। এতে জীবনযাত্রার মানের উন্নতি সম্ভব নয়। মানুষের উচিত সরকারের কাছে দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল উন্নয়নের দাবি করা।

২০১৮ সালের Human Development Ranking-র তথ্য অনুযায়ী ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে বাংলার স্থান জাতীয় গড়ের থেকে নীচে। ৩৬টা রাজ্যের মধ্যে বাংলা ২৮তম স্থান দখল করেছিল। এটা আমাদের লজ্জা। ১৯৯০ সালেও বাংলা প্রথম ১৫টা রাজ্যের মধ্যে ছিল। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে এতগুলো তথাকথিত সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যাশা মত বাংলার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নতি হয়নি।

যদিও এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে গরীব ও বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষের সরকারি অর্থ সাহায্য অবশ্যই দরকারী, কিন্তু এই অনুদান আর সাহায্যের পিছনে সরকারের দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল পরিকল্পনা প্রয়োজন যাতে ভবিষ্যতে এই মানুষগুলো অনুদান বা ভর্তুকির ওপর নির্ভর করে থাকতে না হয়। সমাজ কল্যাণের নামে দিনের পর দিন অনুদান আর ভর্তুকি দেওয়া কোন সরকারের পক্ষেই সম্ভব না। অর্থনৈতিক ভাবে তা কার্যকরী নয়, সম্ভবও নয়। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের ঋণ আনুমানিক সাড়ে চার লক্ষ কোটি টাকা, যা প্রায় GSDP-র ৩৭%।

অথচ এই রাজ্যে আগে জাতীয় কংগ্রেসের সরকার স্থিতিশীল উন্নয়ন করেছে।

বাংলার স্থিতিশীল উন্নয়ন প্রয়োজন। এর জন্য দরকার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। ৫০ এবং ৬০-র দশকে কংগ্রেস সরকার প্রচুর দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন প্রকল্প চালু করেছিল বাংলায়। সেই সব প্রকল্পের লাভ আমরা আজও ভোগ

করছি। যেমন হলদিয়া, কল্যাণী, দুর্গাপুরের শিল্পনগরী হোক কিংবা খড়্গপুর আইআইটি বা আইআইএম জোকা-র মত বরেণ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর বা মেট্রো রেল, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামের মত পরিকাঠামো উন্নয়নমূলক প্রকল্প, সবই কংগ্রেস সরকারের আমলের পরিকল্পনা।

আজ মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, যে, কতদিন তারা বর্তমান সরকারের অনুদান আর দান খয়রাতির রাজনীতিতে তুষ্ট থাকবে? ২টাকা কেজি চাল অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু সময় এসেছে বলার যে মানুষের এর থেকে বেশি প্রাপ্য।

পশ্চিমবঙ্গের জনগণের প্রাপ্য - সম্মান।

পশ্চিমবঙ্গের জনগণের প্রাপ্য উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা, উন্নত স্বাস্থ্যপরিষেবা এবং উন্নত কর্মসংস্থান।

বাংলার সামনে আবার সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতির চ্যালেঞ্জ।

বিজেপির কোনো ধারণা নেই বাংলার মানুষের সমস্যা কী কী এবং তার সমাধান কী ভাবে হতে পারে। স্বাধীনতার পরে চুয়াত্তর বছর কেটে গেছে, এই দীর্ঘ সময়ে বাংলার সামাজিক অবস্থা, সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিষয়ে তারা আদৌ ওয়াকিবহাল নয়। শুধুমাত্র শেষ কয়েক বছরে তারা বাংলার ক্ষমতা দখলের জন্য আগ্রাসী হয়ে উঠেছে। সংগঠন চালানোর জন্য বাংলায় বিজেপির কোনো স্থানীয় নেতা নেই, তাই অন্য রাজ্য থেকে নেতাদের ছুটে আসতে হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ সামলাতে। তারা কি আদৌ বাংলার আঞ্চলিক সমস্যাগুলো জানে, তাদের "সোনার বাংলা" গড়ার জন্য কোন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা আছে?

বিশদে কর্ম পরিকল্পনা:

বাংলার উন্নয়নের জন্য এখন একটি দীর্ঘকালীন কার্যক্ষম বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা তৈরির সময় এসেছে।

রাজ্যের একটি স্থিতিশীল, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশ রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যে যথাযথ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি থাকাও উন্নয়নের জন্য জরুরী।

যদি কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনা হয়, আমরা সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিক পরিবর্তন আনার দিকে বিশেষ নজর দেব ও সেই অনুযায়ী কাজ করব –

কংগ্রেসকে যদি ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনা হয়, আমরা পশ্চিমবঙ্গে একটি শক্তিশালী ও দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে কার্যকরী উন্নয়নের জন্য পথনির্দেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করব।

আইনের শাসন ও মহিলা নিরাপত্তা:

কোন রাজনৈতিক পক্ষপাত ছাড়াই উপযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত পদে স্থাপন করে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর গুণমান বাড়ানো হবে।

পুলিশ ও প্রশাসনকে রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত করা হবে। কোনও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই সর্বস্তরে তোলাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ ও আইনের শাসন জারি করা হবে।

রাজ্যজুড়ে সমস্যায় পড়া মহিলাদের সহায়তা করার জন্য প্রতিটি থানায় মাহিলা পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

কর্মসংস্থান তৈরী / শিল্প / উদ্যোক্তা :

বেকারত্ব হলো আমাদের দেশের কাছে বর্তমান সময়ে সব থেকে বড় ও জ্বলন্ত সমস্যা। তাই কর্মসংস্থান সৃষ্টি অর্থনীতির সর্বাধিক অগ্রাধিকার। গত কয়েক বছরে বেকারত্বের হার প্রকট ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ, বেকারত্ব ৪৫ বছরের সর্বোচ্চ উচ্চতা ছুঁয়ে যাচ্ছে। সমাজের প্রতিটি অংশ ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব এবং চাকরি হারানোর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে: যুবক, মহিলা, দৈনিক মজুরি শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক, উচ্চ শিক্ষিত ও দক্ষ কর্মজীবীরা বাংলায় চাকরি পাচ্ছে না। ছোট ব্যবসায়ী, কারবারি, কৃষকও ক্ষতিগ্রস্ত।

কংগ্রেস বর্তমানে বিদ্যমান চাকরি রক্ষা এবং নতুন চাকরি তৈরির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। ছোট ব্যবসায়ী, কারবারি, কৃষকদের অবস্থার উন্নতিকল্পেও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেওয়া হবে।

বন্ধ পিএসইউগুলি পুনরায় খোলার বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে। (হাওড়ায় এনটিসির আরতি কটন মিলস পুনরায় খোলার বিষয়ে শ্রী অধীর রঞ্জন চৌধুরী কর্তৃক গৃহীত প্রচেষ্টা এর সাম্প্রতিক উদাহরণ।)

করোনা অতিমারীতে ক্ষতিগ্রস্ত কর্মহারা পরিযায়ী শ্রমিকদের পরবর্তী চাকরিতে নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত পরিবার পিছু মাসিক ৫,০০০/- টাকা করে অন্তর্বর্তীকালীন ভাতা দেওয়া হবে ।

কংগ্রেস সকল প্রকার অসংগঠিত সেক্টরের কর্মীদের আর্থ-সামাজিক সুবিধা প্রদানের কাজ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা করা অগ্রাধিকার পাবে।

কংগ্রেস একটি ব্যবসায়িক সহায়তা সংস্থা (Enterprise Support Agency) তৈরি করবে যে সংস্থাটি সমস্ত প্রকার ব্যবসায়িক সহায়তা প্রদান করে নতুন ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের চূড়ান্ত ব্যবসায়িক সাফল্য লাভের জন্য ব্যবসা পরিচালনায় উপদেশ প্রদান করবে, যেমন কাউন্সেলিং, ইনকিউবেশন, প্রযুক্তির ব্যবহার, মূলধন জোগাড়, গার্হস্থ্য ও রফতানি বাজার, নতুন পণ্য, পরিষেবা এবং Intellectual property ইত্যাদি।

কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সাতটি উন্নয়ন অঞ্চল তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।

১) দুর্গাপুর / আসানসোল - বৈদ্যুতিক গাড়ি উৎপাদন এবং এবং তার অনুসারী শিল্পসমূহ,

২) উত্তরবঙ্গ - বৈদ্যুতিন / ঔষধ শিল্প,

৩) উত্তর ২৪ পরগণা - বৈদ্যুতিন / মেডিকেল যন্ত্রপাতি উৎপাদন,

৪) মালদা / মুর্শিদাবাদ / বর্ধমান / দক্ষিণ ২৪ পরগনা - কৃষি / খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ,

৫) কলকাতা - আইটি / আইটিইএস / ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন,

৬) হাওড়া - ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (MSME),

৭) বাংলার সমুদ্র ও উপকূলবর্তী এলাকা (ডায়মন্ড হারবার - হলদিয়া - নন্দীগ্রাম - কাঁথি – দীঘা) - সামুদ্রিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ।

আমরা এই সাতটি উন্নয়ন জোনে শিল্প গড়ে তুলব। এক জানালা পদ্ধতিতে প্রকল্প ছাড়পত্র সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনিক অফিস স্থাপন করা হবে - এই সমস্ত প্রকল্পগুলি ১০০ % পরিবেশ বান্ধব বা খুব স্বল্প মাত্রায় পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তারকারী শিল্প হয়। এগুলির সাহায্যে স্থানীয় জনগণের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার নিশ্চয়তা এবং পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে।

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একটি মূল বিষয় হলো শিল্পের জন্য জমি প্রাপ্তির সুবিধা। আমাদের সরকার সমস্ত অব্যবহৃত শিল্প জমি অধিগ্রহণের জন্য কাজ করবে, যে বন্ধ কারখানাগুলির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে ও আদালতের অধীনে রয়েছে সেগুলি নতুন শিল্পে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

দুর্গাপুর এবং আসানসোল শিল্প অঞ্চলগুলিতে সরকারী শিল্প সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারী মালিকানাধীন আরও অনেক বড় থেকে মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেমন: হিন্দুস্তান ফারটিলাইজার কর্পোরেশন লিমিটেড (HFCL) / দুর্গাপুর কেমিক্যালস লিমিটেড (DCL) / ভারত অপথালমিক গ্লাস লিমিটেড-এর জমিগুলো বিকল্প উৎপাদন সুবিধা স্থাপনের জন্য পুনরায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

যদি আমাদের ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনা হয় তবে আমরা MAMC জমিটি অত্যাধুনিক ইলেকট্রিক যানবাহন উৎপাদন ইউনিট প্রতিষ্ঠায় ব্যবহার করার জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করব।

এর সাথে জোটবদ্ধ অনুসারী শিল্পগুলি বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।

প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে সাথে বৈদ্যুতিন গ্যাজেট এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিন সরঞ্জামগুলির চাহিদা সর্বত্রই দ্রুত বাড়ছে। ৫ জি নেটওয়ার্ক ও আইওটি রোলআউট বৈদ্যুতিন পণ্যগুলি গ্রহণের গতি বাড়িয়ে তুলছে। 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' আর 'স্মার্ট সিটি' প্রকল্পের মতো উদ্যোগগুলি বাজারে আইওটির চাহিদা বাড়িয়ে দিয়েছে, ফলে তা বৈদ্যুতিন আধুনিক পণ্যের জন্য একটি নতুন যুগের সূচনা করবে। এরপর বৈদ্যুতিন গাড়ির উত্থানের সাথে সাথে বৈদ্যুতিন সরঞ্জামগুলির বাজার আরও প্রশস্ত হবে। এছাড়াও, সোলার পিভির দেশীয় উৎপাদন চাহিদা বাড়াতে এবং বৈদ্যুতিন উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনে সহায়তা করবে।

আমরা জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ এবং সিকিমের মতো জলবায়ুগত সুবিধাটি কাজে লাগাতে বিশেষত উত্তরবঙ্গে ফার্মাসিউটিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট স্থাপনের দিকে মনোনিবেশ করব।

আমরা চিকিৎসা উপকরণ যেমন এক্স-রে মেশিন, সিটি স্ক্যান মেশিন, এমআরআই মেশিন ইত্যাদির দেশীয় উৎপাদন ও সুবিধা স্থাপন করব, যার বিশাল চাহিদা রয়েছে এবং অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

কৃষি-ভিত্তিক বিস্তৃত শিল্প উন্নয়ন পরিকল্পনা - জ্যাম, জেলি, পিকলস উৎপাদন ইউনিট / দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত উৎপাদন ইউনিট / মধু প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট / সিল্ক উৎপাদন ইউনিট / স্বল্পমূল্যের হিমঘর / গ্রিনহাউস ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক গ্যাসের অনুসন্ধান সফল হওয়ার পরে অশোকনগরের ভবিষ্যতের শিল্পকেন্দ্র হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দুর্গাপুরের মতো অশোকনগরেও বন্ধ-কারখানাগুলির অব্যবহৃত জমি পড়ে রয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ হলো- কল্যাণী স্পিনিং মিলস (১০০ একর), পুনর্বাসন শিল্প কর্পোরেশন, রাধা কেমিকেলস ইত্যাদি। কংগ্রেস সরকার অশোকেনগরকে আধুনিক জনপদে পরিণত করার জন্য একটি উচ্চ-শ্রেণীর পরিকাঠামো তৈরিতে সমস্ত জোর দেবে।

ভারত, ৯৬ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য উৎপাদন করে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মৎস উৎপাদক দেশ। ভারতে সামুদ্রিক খাবারের প্রক্রিয়াজাতকরণের স্তর বর্তমানে ২৩% এবং তাতে পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। বাংলার সমুদ্র ও উপকূলবর্তী অঞ্চল (ডায়মন্ড হারবার - হলদিয়া - নন্দীগ্রাম - কাঁথি – দীঘা) বরাবর সামুদ্রিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্লাস্টার স্থাপন করে স্থানীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অতি ক্ষুদ্র,ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়কে শক্তিশালী করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ।

কৃষি ও অন্নদাতা কৃষকের উন্নয়ন:

বাংলার কৃষকদের আয় জাতীয় গড়ের তুলনায় অনেক নিচে কারণ :-

আমাদের কৃষকদের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলি হলো - কৃষি আবাদযোগ্য জমির সংকট, আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, অনুন্নত বিপণন ব্যবস্থা, তাদের কৃষি উৎপাদনের যথাযোগ্য গুদামজাতকরণ ও কম খরচে শীতল ঘরের ব্যবস্থা করা।

আমরা কৃষকদের উপার্জনের মাত্রা অন্ততপক্ষে দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে এবং তাদের সার্বিক সহায়তা ও জীবনধারণের মানের সার্বিক উন্নতিকল্পে সহায়তা করার জন্য ব্যাপক ও বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর। আমাদের পরিকল্পনা কৃষিতে বহুমাত্রিক সহায়তামূলক ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে তৈরী ।

কংগ্রেস সরকার "কার্যক্ষম ও স্থায়ী মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ ডেভলপমেন্ট প্রজেক্টস"-এর মাধ্যমে বাংলার কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সরকার তৈরী হলে কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক তিনটি কালা কৃষি আইনের বিলোপ সাধন করার জন্য সর্বোচ্চ দাবি জানাবে । সর্বোচ্চ স্টোরেজ সীমা সংশোধনকারী আইন, সরকারি ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বা MSP বজায় রাখতে হবে, তার জন্য FCI ও NAFED প্রভৃতি সংস্থাগুলি চাষিভাইদের থেকে তাদের কৃষিপণ্য ক্রয় প্রক্রিয়া বজায় রাখবে। আইনের পথে আদালতে কৃষকদের অভিযোগ নিষ্পত্তি করার বিধান চালু হবে।

কর্পোরেট দ্বারা পরিচালিত ক্লাস্টার ভিত্তিক পাইকারি মূল্যের বাজার তৈরী করা হবে। কংগ্রেস ক্ষমতায় হলে

তার জন্য যথাযোগ্য কৃষিনীতি ও আইন তৈরি করা হবে।

প্রতিটি শহর, পৌরসভা এবং কর্পোরেশন অঞ্চলে যথাযথ ডিজিটাল পরিকাঠামো সহ কৃষকদের বাজার তৈরি করা হবে। বাজারের সঙ্গে কৃষকের সরাসরি যোগাযোগ থাকলে কৃষক ও তার ফসলের যথাযথ মূল্য পাবেন এবং ক্রেতার ও স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে কারণ ক্রেতাও যথাযোগ্য মূল্যে শস্য ক্রয় করতে পারবেন।

ক্ষুদ্র সেচ এবং জলাশয় ব্যবস্থাপনা নীতিতে পরিবর্তন ও নতুন ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার প্রয়োজন ও চাষে বিজ্ঞান ভিত্তিক পরিবর্তন আনা হবে।

প্রতি শুক্রবার ডিএম অফিসে কৃষকের কল সেন্টার "কৃষকবন্ধু কে শোনো" এবং পূর্বনির্ধারিত সময়ের মধ্যে কৃষকবন্ধুদের দাবি ও সমস্যাগুলির সুষ্ঠ সমাধান ও নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা করা হবে।

প্রতিটি ব্লকে হিমঘর এবং শস্য পরিবহনের পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর সর্বাধিক নজর ও জোর দেওয়া হবে। সমস্ত ধরণের সংস্থা (ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ) কে এই নীতি রূপায়ণে সামিল করা হবে।

প্রতিটি জেলায় খামার স্কুল, কৃষি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং ইনপুট ব্যবসায়ীদের কৃষি বিষয়ক নিয়ন্ত্রক আইনগুলির বিষয়ে সুশিক্ষিত করে তোলা হবে।

শিক্ষা ও কারিগরি বিদ্যা:

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে রাজনীতি থেকে মুক্ত রাখা হবে। আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রশাসনে কোনও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থাকবে না এটা নিশ্চিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর। শিক্ষক নিয়োগ যোগ্যতার ভিত্তিতে হওয়া উচিত - রাজনৈতিক বর্ণের ভিত্তিতে বা অর্থের বিনিময়ে নয়।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় একটি জাতীয় মানের, সমস্ত পরিকাঠামো যুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকল্পে দৃঢ়সংকল্প।

মিডডে মিল ব্যবস্থা কে দুর্নীতিমুক্ত করা হবে এবং এই সুবিধা যাতে প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিশুর কাছে সুষম আহারের পরিপূরক হয়ে ওঠে তা সুনিশ্চিত করতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পুষ্টি, স্বাস্থ্যবিধি এবং সুস্থতার প্রাথমিক ধারণাটি প্রাথমিক স্তরে শেখানো হবে।

বাংলার শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য দক্ষতা বিকাশের উপর জোর দেওয়া হবে। যোগাযোগ দক্ষতা এবং নেতৃত্ব বিকাশের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্যে ও ল্যাবরেটরিগুলির উন্নতি আধুনিকমানের করতে সরকারের কাছ থেকে সবধরণের সহায়তা পাবে।

বাংলায় ইলেক্ট্রনিক্স শিল্পকে উৎসাহ দিতে এবং নতুন উদ্ভাবনকে সমর্থন করার জন্য অবসর বিনোদনের পথ হিসাবে ইলেকট্রনিক্সকে প্রচার করা হবে। আমরা নিবন্ধিত ক্লাবগুলির সহযোগিতায় রাজ্য জুড়ে অবসর বিনোদনের কেন্দ্রগুলি তৈরির প্রস্তাব দিচ্ছি। সরকার নগদ অর্থ বিলিয়ে দেওয়ার বদলে ক্লাবগুলিকে এই

কেন্দ্রগুলি স্থাপনে সহায়তা করবে।

অনলাইন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, সম্পূর্ণ যোগ্যতার ভিত্তিতে কলেজগুলিতে ভর্তির প্রক্রিয়া স্বচ্ছ করা হবে।

স্কুলছুট রদ করার লক্ষ্যে, সরকারী ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় গুলিতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা সম্পূর্ণ নিখরচায় করা হবে।

জাতীয় স্তরের শিক্ষা পরিকাঠামো এবং ডক্টরাল ও পোস্ট ডক্টরাল স্তরের গবেষণা কাজের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থার সাথে প্রতিটি জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে, মহিলাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিশেষ জোর দেওয়া হবে। মেডিকেল কলেজগুলিতে আসন সংখ্যা বাড়ানো হবে।

SSC-TET-উচ্চ প্রাথমিকের পরীক্ষা নিয়মিত স্বচ্ছতা এবং ফলাফলের সময়োচিত ঘোষণা নিশ্চিত করে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রোটিন সমৃদ্ধ মিড্ ডে মিল খাবারের জন্য ব্যয় বরাদ্দ যথাযথভাবে বাড়ানো হবে।

বন্ধ হওয়া সমস্ত বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলি আবার চালু করা হবে এবং এই জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হবে।

সরকারী চাকরিতে আবেদনের ক্ষেত্রে সমস্ত ফি প্রদান বন্ধ করা হবে।

বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালনা কমিটি / পরিচালনা কমিটির সদস্য হিসাবে শুধুমাত্র শিক্ষক, গবেষক ও অধ্যাপকরা থাকবেন।

মাদ্রাসাগুলিতেও শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য একই নিয়ম এবং নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত করে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য রূপ হিসাবে পরিগণিত হবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ:

করোনা অতিমারীটি একটি বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক সঙ্কট যা এর আগে কখনও দেখা যায়নি। চীন থেকে এই অতিমারীর উৎপত্তি হলেও তা কয়েক মাসের মধ্যেই এটি বিশ্বের অনেক দেশকে বিধ্বস্ত করেছে, যার মোকাবিলা করার জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অভূতপূর্ব সংহতি প্রয়োজন, এই অতিমারীটি আরও একটি অনুস্মারক যে আমাদের জনস্বাস্থ্যের জন্য বিশাল অর্থের বিনিয়োগ করতে হবে, একটি রোগ তাড়াতাড়ি সনাক্ত করার জন্য আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সক্ষমতা বাড়ানো উচিত এবং আগামীদিনের সংক্রমণগুলির দ্রুত নির্ণয় এবং তা প্রতিহত করার উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো আমাদের গড়ে তুলতে হবে, আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করা, শ্রদ্ধা করা এবং নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমাদের হাতে যে প্রমাণ ও পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে তার ভিত্তি কে নির্ভর করা দরকার। এখনই সময় এসেছে যে আমরা এই বিষয় গুলির প্রতি যথেষ্ঠ মনোযোগ দিই এবং আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সক্ষমতা আর দেরি না করে শক্তিশালী করে তুলি, কারণ এই প্রকৃতির মহামারী এবং অতিমারী জনস্বাস্থ্যকে ভবিষ্যতে বিভিন্নভাবে চ্যালেঞ্জ জানাতে থাকবে।

টেলিমেডিসিন / অনলাইন ভিডিও পরামর্শের সুযোগ এবং বিস্তার বাড়িয়ে সাধারণ রোগের জন্য স্বল্প খরচের চিকিৎসা ব্যবস্থা সরবরাহকরণ ব্যবস্থার প্রচলন করা হবে।

ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানগুলিতে সমস্ত রোগের এবং পর্যাপ্ত পরিমান ওষুধের এবং সর্বোচ্চ গুণমানের ওষুধের সরবরাহ বজায় রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্কুল / কলেজ / এনজিও / সামাজিক নেটওয়ার্ক / ক্লাব ইত্যাদির মাধ্যমে সুস্থতার জন্য এবং রোগের প্রাথমিক সনাক্তকরণের জন্য ব্যাপক সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা শুরু হবে।

সমস্ত গ্রামীণ অঞ্চলে চিকিৎসকের সাহায্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হবে।

নার্সিং ও প্যারামেডিকাল কোর্সকে অগ্রাধিকার দিয়ে রাজ্য জুড়ে নার্সিং ও প্যারামেডিকাল কোর্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সম্প্রসারণ ঘটানো হবে।

সমস্ত এমবিবিএস এবং প্যারামেডিক্যাল শিক্ষার্থীদের জন্য ঘরে ঘরে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার জন্য বাধ্যতামূলক ক্ষেত্র পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু করা হবে।

পুষ্টি, আবাসন এবং পানীয় জলের উপর প্রাথমিক দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে 'নিরাময়ের তুলনায় প্রতিরোধ ভাল' এই দৃষ্টিভঙ্গি রেখে কাজ করতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

জল ও পরিবেশ:

কোভিড-এর চেয়ে দূষণে বেশি মানুষ মারা যান। ২০১৯ সালে দূষণের কারণে ভারতে ১৭ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল এবং এটা সমস্ত মৃত্যুর ১৮ শতাংশ।

পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি সরকারের সবথেকে গুরুত্বপুর্ন কাজ। রাজ্যের পরিবেশ রক্ষায় সরকারকে অবশ্যই পথিকৃৎ হতে হবে। সমস্ত উন্নয়ন উদ্যোগ অবশ্যই পরিবেশবান্ধব এবং পরিবেশ বিষয়ে সমস্ত আইন ও সাবধানতা বজায় রেখে করতে হবে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের পক্ষপাতী এবং আমাদের সমস্ত পরিকাঠামোগত উন্নয়ন পরিবেশবিদদের পরামর্শ মেনেই তৈরী করতে দায়বদ্ধ।

ভবিষ্যতের পরিবহন ব্যবস্থা হলো বিদ্যুৎ চালিত। সেই লক্ষ্যে বৈদ্যুতিক যানবাহনের দিকে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হওয়ার জন্যে নীতি রূপায়ণ জরুরী। রাষ্ট্র পরিচালিত সমস্ত যানবাহনের বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণ করে আমরা ভারতে একটা আদর্শ রাজ্য হিসাবে উন্নীত হতে চাই।

কাঠকয়লা চুলার ব্যবহার কমাবার জন্য সরকারের ভর্তুকি মূল্যে 'সৌর ওভেন' সরবরাহ করা দরকার বলে আমরা মনে করি ও সেই প্রতিশ্রুতি আমরা দিচ্ছি।

শহরের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নতি করতে ছোট প্রকল্প/ উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা জরুরী।

বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে Rag picker (কাগজ কুড়ানি) মনরেগা-র আওতায় নিয়ে আসা হবে।

রাজ্য জুড়ে ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণ ও সবুজায়ন করা হবে।

মুর্শিদাবাদ এবং মালদা জেলার নদীর ভাঙন রোধ এবং ভূগর্ভস্থ জলের স্তর উন্নতি করার লক্ষ্যে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মহিলাদের ক্ষমতায়নঃ

রাজ্যজুড়ে সমস্যায় পড়া মহিলাদের সহায়তা করার জন্য বিশেষ মহিলা পুলিশ বাহিনী আরও কার্যকরী করা হবে। মহিলাদের সহায়তা করার জন্য প্রতিটি থানায় মাহিলা পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

আইনজীবী, সমাজকর্মী, শিক্ষাবিদ, প্রাক্তন পুলিশ অফিসার ইত্যাদির সমন্বয়ে একটি ছোট সামাজিক-আইনী সহায়তা গ্রুপ গঠন করা হবে যা সময়ে সময়ে গ্রাম স্তরের শিবির পরিচালনা করবে। একটি সক্রিয় হেল্পলাইন নম্বর অন্তর্ভুক্ত করা হবে যেখানে মহিলারা তাদের সঙ্কটের সময়ে ও প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারবেন।

মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য কার্যকরী সাক্ষরতা: স্বল্প-মেয়াদী কার্যক্ষম সাক্ষরতা কোর্সগুলি আয়োজন করা যেতে পারে যা প্রতিদিনের জীবনে ব্যবহৃত ক্রিয়াকলাপগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ - স্বাক্ষরতা, ঠিকানা কীভাবে লিখতে হবে, কীভাবে ঘড়ি দেখা পড়তে হবে, থার্মোমিটার পড়া, অর্থ গণনা করা ইত্যাদি।

মহিলাদের নামে কৃষির জন্য নতুন যে কোন প্লট ক্রয়ের নিবন্ধনের জন্য সাহায্য প্রদান করা হবে।

মহিলা কৃষির হাট - একটি সাপ্তাহিক হাট চালু করা হবে, একমাত্র মহিলা কৃষকদের জন্য যেখানে তারা তাদের ক্ষেত্র বা রান্নাঘরের বাগানে জড়িত ছোট ছোট জিনিসগুলি স্থানীয় পর্যায়ে বিক্রি করতে পারে, মধ্যস্থতাকারীদের ভূমিকা বাদ দিয়ে।

শিক্ষার সকল স্তরে মহিলাদের জন্য বৃত্তি, এসসি / এসটি / ওবিসি বিভাগে মহিলাদের জন্য বিশেষ বৃত্তির প্রচলন করা হবে।

সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে মহিলা কলেজের সংখ্যা বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া হবে।

প্রবীণ ও বিধবা মহিলাদের জন্য পেনশন ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,৫০০ টাকা করা হবে।

শিল্প, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য :

শিল্প, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য মানুষের পরিচয় গঠন করে। ভারত একটি বহু-সাংস্কৃতিক দেশ। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য - আমাদের অন্যান্য পরিচয়ের মধ্যে একটি অত্যন্ত গর্বের বিষয়। এই বৈচিত্র্যকে সুরক্ষিত রাখা এবং

সংরক্ষণ করার দায় ও দায়িত্বও আমাদের। বাংলায় ধর্মীয় সম্প্রীতির সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও একটি অত্যন্ত দৃঢ় সংস্কৃতি রয়েছে। আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ বাংলায় এসে তাদের আবাস হিসাবে বসতি স্থাপন করেছে। তারা বাংলার সংস্কৃতির অংশ হয়ে গেছে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বাংলার এই সংস্কৃতি রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি সর্বদা দিয়ে এসেছে, বহন করে চলেছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধারা বহন করে চলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

কংগ্রেস বাংলার শিল্প ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য রক্ষা করতে এবং স্বাধীনতা ও সৃজনশীলতার পরিবেশে শিল্পসংস্কৃতির বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা সেন্সরশিপের পাশাপাশি যে কোনও গোষ্ঠীর শিল্প ও সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করার যে কোনও প্রয়াসের দৃঢ়তার সাথে বিরোধিতা করব।

বিশেষ পরিচয় বহনকারী গোষ্ঠীগুলি, যাদের পরিচয় অনন্য এবং নৃতাত্ত্বিক ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ সেই গোষ্ঠীগুলির শিল্প, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং প্রচারের জন্য পর্যাপ্ত সমর্থন এবং তহবিল সরবরাহ করা হবে।

আমরা ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলা ও কারুশিল্পের ক্ষেত্রে কর্মরত শিল্পী এবং কলাকুশলীদের বিশেষ উৎসাহ প্রদান করব।

কংগ্রেস শিল্প-সাহিত্যক্ষেত্রে স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শিল্পী, সাহিত্যিকরা সেন্সরশিপের বা অন্যান্য ভয় ছাড়াই যে কোনও প্রকারে তাঁদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা উপভোগ করবেন। সেন্সর বা ভয়ভীতি দেখানো, শিল্পীদের উপর অসামাজিক নীতি চাপিয়ে দেওয়া, পুলিশের নজরদারি, এগুলিকে গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে এবং আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সমাজকল্যাণ - নূন্যতম আয় সহায়তা প্রকল্প (NYAY)

দারিদ্র্য বিলোপে কংগ্রেসের সর্বাধিক ও সর্বোচ্চ লক্ষ্য রয়েছে। আমরা গর্বের সাথে স্মরণ করি যে কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ১৪ কোটি মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়েছে। NYAY - এর উপর ভিত্তি করে বাস্তব এবং দৃঢ় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে যে এক দশকের মধ্যে বিশাল সংখ্যক মানুষকে দারিদ্র্যের নাগপাশ থেকে উত্তোলনের ক্ষমতা রয়েছে তাও এই দশ বছরের সময়ে প্রমাণিত হয়েছে। কংগ্রেস এটা করেছে এবং পেরেছে, এটা প্রমাণিত বাস্তব। সুতরাং, আগামী ১০ বছরে অবক্ষয় ও দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করে কংগ্রেস আপনাদের ভোট প্রার্থণা করে।

দরিদ্রতম ২০% মানুষের হাতে নগদ হস্তান্তর করা হবে এবং এই উচ্চাকাঙ্খী কর্মসূচী রূপায়ণ আর্থিক বিচক্ষণতার লক্ষ্যকে যাতে কোনোভাবে প্রভাবিত না করে সেদিকেও আমরা তীক্ষ্ণ নজর রাখবো।

প্রতিটি পরিবারকে প্রতি মাসে ৫,৭০০ টাকা নগদ হস্তান্তরের নিশ্চয়তা দেওয়া হবে।

যতদূর সম্ভব, এই অর্থ পরিবারের কোনও মহিলার অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হবে যার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে

বা যাকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য অনুরোধ করা হবে; সমস্ত প্রকল্পটিকে বাস্তব রূপায়ণের আগে একটি প্রাথমিক নকশা পর্যায়ে (৩ মাস), তার পরে একটি পাইলট এবং চূড়ান্ত পরীক্ষার পর্ব (৬-৯ মাস) হবে;

পর্যায়ক্রমে পুরো প্রকল্পটিকে কার্যকর ও বাস্তবায়িত করা হবে।

কংগ্রেস এই প্রকল্পটির নকশা, পরীক্ষা, বাস্তবায়ন এবং প্রয়োগের তদারকি করার জন্য বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, সমাজ বিজ্ঞানী এবং পরিসংখ্যানবিদদের নিয়ে একটি স্বাধীন কমিটি নিয়োগ করবে। কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেকই এই প্রকল্পটি একটি পর্যায় থেকে পরের পর্যায়ে এগিয়ে যাবে।

নতুন আয় ও অন্যান্য সামাজিক ব্যয়ের যৌক্তিকতা নির্ধারণের মাধ্যমে এই প্রকল্পটির অর্থের যোগান করা হবে।

বর্তমানে চালু ভর্তুকি প্রকল্পগুলির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে চালিত হবে।

কংগ্রেসের লক্ষ্য হ'ল 'কোনও পরিবার পিছিয়ে পড়ে থাকবে না।'

বিবিধ

আদালতে মামলাকারী ও আইনজীবীদের জন্য মৌলিক সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে।

জেলা এবং গ্রামবাংলার আদালতের মামলা ই-ফাইল করার জন্য ডিজিটাল পরিকাঠামো গঠন করা হবে।

আদালত চত্বরে মহিলা আইনজীবীদের জন্য শৌচালয় এবং বসার জায়গার ব্যবস্থা করা হবে।

জাতীয় কংগ্রেস ভারতের সকল মানুষের বিশেষ করে ওবিসি সম্প্রদায় নাগরিকদের উন্নতির জন্য যথেষ্ট যত্নবান, এবং পশ্চিম বঙ্গে ক্ষমতায় আসার পর সকল সম্প্রদায় বিশেষ করে ওবিসি সম্প্রদায় নাগরিকদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা যথা এক বৎসর কালের মধ্যে ওবিসি সার্টিফিকেট প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি এবং চাকুরির ক্ষেত্রে যথাযথ হারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রদান করিবার জন্য বদ্ধপরিকর।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বাংলার মানুষের কাছে আবেদন:

পশ্চিমবঙ্গ গত কয়েক বছর ধরে ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমাদের অর্থনীতি ঝিমিয়ে পড়েছে, আমরা বেকারত্বের মধ্যে আটকে আছি; আমরা অভূতপূর্ব সংকটের মধ্যে দিয়ে দিনযাপন করে চলেছি; আমাদের সমাজ বিভক্ত করার চেষ্টা চলছে; আমরা ভয় ও ভয় দেখানোর পরিবেশে আটকে আছি। আমাদের জনগণ, আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের অর্থনীতি, আমাদের প্রতিষ্ঠান এবং আমাদের একাত্মতার চেতনার যে ক্ষতি হয়েছে তা সংশোধন করার জন্য আমাদের সামনে এখন অনেক কাজ। বাংলায় কংগ্রেস এই চ্যালেঞ্জ এবং এই দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত।

আমরা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার উভয়ের দ্বারা যে ক্ষতি হয়েছে তার উপশমের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আমরা পশ্চিমবঙ্গকে সত্যিকারের উন্নয়নের পথে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি প্রত্যেক পুরুষ, মহিলা এবং শিশুকে নিজস্ব বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ করে দেওয়া হবে। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি কোনোপ্রকার সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক ব্যবস্থা মানুষের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হবে না। আমরা এমন নেতৃত্ব প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিতে চাই - বিভাজন দূর করে যা মানুষকে একত্রিত করবে।

আমরা এমন একটি দল যা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকার পরিচালনা করি ও প্রতিশ্রুতি পালন করি, আমরা অন্য দলের মত নয় যে নির্বাচনের সময় ফাঁকা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আপনাকে প্রতারণা করবো। আমাদের সাথে, আপনি এবং আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আশায় পূর্ণ একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বিষয়ে নিশ্চিত হবেন।

এখন আপনার পছন্দ করার সময় এসে গিয়েছে।

আপামর জনসাধারণকে পাশে নিয়ে উন্নয়নের পথে প্রতিটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে আমরা সক্ষম।

তাই অত্যন্ত নম্রতার সাথে নিজেদের ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস রেখে আমরা আপনাকে কংগ্রেসের সাথে হাত মেলানোর আবেদন করছি।

আমরা এর আগেও প্রতিশ্রুতি পালনে সক্ষম হয়েছি, অনুরোধ করব আরও একবার সে সুযোগ আমাদের আপনারা দেবেন।

আসুন আমরা একসাথে আবার
ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের স্বপ্নের বাংলা গঠন করি !

আসুন,
পশ্চিমবঙ্গকে
আবার এগিয়ে নিয়ে যাই...

হাত বাড়ান বাংলা বাঁচান ॥
আমরাই বিকল্প, আমরাই ভবিষ্যৎ ॥

জোট সমর্থিত জাতীয় কংগ্রেস
প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করুন

এবার আর ভুল নয়,
আর কোনো ফুল নয়

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি | প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষে শ্রী মনোজ চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত ও লোকনাথ প্রিন্ট্রাস দ্বারা মুদ্রিত, ২০২১